দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 01 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

শিক্ষা যেন পণ্য না হয়

এম. এন. করিম

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। কোনো জাতি কতটুকু সভ্য তা পরিমাপের প্যারামিটার শিক্ষা। আমরা দেখে থাকি—যে জাতি শিক্ষায় যত এগিয়ে, সে জাতি উন্নয়নেও তত এগিয়ে। কিন্তু, আমাদের দেশে শিক্ষা দিন দিন ব্যবসার উচ্চমূল্যের পণ্যে পরিণত হচ্ছে।

দেশে গড়ে উঠছে ব্যাঙের ছাতার মতো কিন্ডার গার্টেন, বেসরকারি কলেজ, নামে বেনামে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এরা যতসংখ্যক না সেবা দিচ্ছে, এর চেয়ে বেশিসংখ্যক উচ্চহারে শিক্ষাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, করছে নীতিহীন বাণিজ্য। আর সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কিছু কর্তাও বিভিন্ন কৌশলে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের শিক্ষা বাণিজ্য। কয়েকজন মিলে দিচ্ছে কোচিং সেন্টার আর শিক্ষার্থীরাও বাধ্য হয়ে যাচ্ছে তাদের কোচিং সেন্টারে। আর যারা যাচ্ছে না, তাদেরকে দিচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্নের মারপ্যাঁচ দিয়ে কোচিং না করার পরোক্ষ শাস্তি। তাই, সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা ক্লাসেও বুঝতে পারছেন না ধর্ম শিক্ষার মত সহজ বিষয়ও। আর যাদের টাকার অভাব অর্থাৎ দেশের আশিভাগ মানুষের কোটায়, তাদের সন্তানরা গলাটিপে হত্যা করছে এই ঝামেলায়, নিজের শিক্ষা জীবনকে।

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকার অনুমোদন দিয়েছিল শিক্ষা সেবার জন্য। কিন্তু,আজকে সেবাই যেন লোপ পেয়েছে তাদের ডিকশনারি থেকে। একই বিষয় পড়তে হয় বিভিন্ন দামে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমাদের দেশে। শুধু তাই নয়, কোনো বিষয়ে অকৃতকার্য হলেই তাকে পড়তে হয় আরেক ফাঁদে। দিতে হয় প্রতি বিষয়ের জন্য দশ থেকে পনের হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে। সরকারি-বিশ্ববিদ্যালয়ও বসে নেই। এ নিয়ে তো চলছে রমরমা ব্যবসা বিভিন্নভাবে। কোচিংগুলো নিচ্ছে প্রতি-শিক্ষার্থী থেকে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা। আর কোচিং না করেও চান্স পাওয়া আজ যেন আষাঢ়ের গল্পের রূপ নিয়েছে। আর বাজারে বইয়ের কত সিরিজ বিদ্যমান, নাম শুরু করা সহজ কিন্তু, শেষ করা কঠিন। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রেজিস্ট্রেশন এর অজুহাতে হাঁকিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা। কিন্তু, ৬২-এর আন্দোলন ছিল কি এ জন্য?। আর দিনদিন আমাদের দেশ যেন পাকিস্তান আমলের ৬২ এর আন্দোলনের বিপক্ষে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আবার কোনো শরীফ কমিশন গঠন হবে এই স্বাধীন দেশে। আর পুনরাবৃত্তি করবে, 'শিক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণের চিরাচরিত ধারণা অবশ্যই বদলাতে হবে। সস্তায় শিক্ষা লাভ করা যায় বলে তাদের যে ভুল ধারণা রয়েছে, তা শীঘ্রই ত্যাগ করতে হবে। যেমন দাম তেমন জিনিস এই অর্থনৈতিক সত্যকে অন্যান্য ব্যাপারে যেমন শিক্ষার ব্যাপারে তেমনি এড়ানো দুষ্কর'। এরকম ঘোষণা হয়ত আর আসবে না। কারণ পুঁজিবাদীরাও বুঝে গেছে কৌশল। আর প্রকাশ্যে আসলে কোনো শিক্ষার্থী আর আন্দোলনে নামবে না, আমজনতা আর তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করবে না। কারণ, এখন রাজনীতি থেকে শুরু করে সবই উচ্চবিত্তের দখলে। শিক্ষাটা শুধু বাকি ছিল। আর এখন শিক্ষাটাও হয়ে যাচ্ছে গরিবের জন্য হজম অযোগ্য ঘি।

লেখক : শিক্ষার্থী, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়